গণধর্ষণের আসামি ছাত্রলীগের সাইফুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা

সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রাবাসে তুলে নিয়ে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার আসামি ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনেও আরেকটি মামলা হয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনার পর শুক্রবার রাত ২টার দিকে এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালিয়ে সাইফুরের রুম থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রচুর পরিমাণে দেশীয় ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় শনিবার সকালে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

করোনার কারণে কলেজ ও ছাত্রাবাস বন্ধ থাকলেও সাইফুর রহমানসহ ছাত্রলীগের কয়েকজন ক্যাডার ছাত্রাবাসে বসবাস করতো। ছাত্রাবাসে অবস্থান করে কলেজ ক্যাম্পাস, টিলাগড় ও বালুচর এলাকায় তারা নিয়মিত ছিনতাই ও অপহরণ করতো। রাতে ছাত্রাবাসে জুয়া ও মাদকের আসরও বসাতো বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ির এক তরুণী স্বামীকে সাথে নিয়ে এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে বেড়াতে আসে। এসময় ছাত্রলীগকর্মী এম. সাইফুর রহমান ও শাহ মাহবুবুর রহমান রনির নেতৃত্বে স্বামী ও স্ত্রীকে পার্শ্ববর্তী কলেজ ছাত্রাবাসে তুলে নিয়ে যায় আসামিরা। পরে সেখানে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তারা।

এসময় ছাত্রলীগকর্মীরা ওই তরুণীর স্বামীর প্রাইভেট কারও ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের প্রাইভেট কার উদ্ধার করে। পরে ধর্ষনের শিকার তরুণীকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়।

ঘটনার পর রাতভর অভিযান চালালেও ধর্ষণ ও অস্ত্র মামলার আসামি সাইফুর ও তার সহেযাগী কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

প্রধানমন্ত্রী আজ জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশনে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেবেন। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় এবং নিউইয়র্ক সময় সকাল ১০টায় তার রেকর্ডকৃত ভাষণ জাতিসংঘ দফতরে প্রচার করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতি বছরের মতো এবারও তিনি বাংলায় ভাষণ দেবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন ২১ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ভাষণে কোভিড ১৯ সংক্রমণ, রোহিঙ্গা সংকট এবং জলবায়ুসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরবেন। এছাড়া কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতি, ভ্যাকসিনের সমবণ্টনসহ বিভিন্ন বিষয় থাকবে তার ভাষণে। জলবায়ু ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি হিসেবে জলবায়ু ইস্যুটিও তিনি তুলে ধরবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে পাশে থাকতে এবং এই সমস্যা সমাধানে তার দেয়া চার দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাবেন। প্রধানমন্ত্রী ৭৪তম অধিবেশনে এ চার দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশের সফলতা, এসডিজি বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, সন্ত্রাস দমন, মাদক চোরাচালান বন্ধ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, টেকসই গণতন্ত্র, সুশাসন এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা তুলে ধরবেন।

উল্লেখ্য, ২১ সেপ্টেম্বর ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৫তম অধিবেশন শুরু হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, ‘আমরা ভবিষ্যৎ চাই, জাতিসংঘ আমাদের প্রয়োজন : বহুমুখিতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্নিশ্চিতের মাধ্যমে।’

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ৭৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বিশ্ব

নেতারা বিশ্বের সর্বোচ্চ ফোরাম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভার্চুয়ালি অংশ নিচ্ছেন।

বাসস

বিশ্বকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় গোটা বিশ্বকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। করোনাভাইরাস থেকে বিশ্বের মানুষের মুক্তি কামনা করে তিনি বলেন, আবারও অর্থনীতির চাকা সচল হোক, সব মানুষ সুন্দরভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করুক, সেটাই আমরা চাই। সেজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলায় দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণের ৪৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমির নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশকে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি ‘মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের’ মোকাবেলা করতে হয় মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালে যে ঘাতকরা জাতির পিতাকে হত্যা করেছিল তাদের দোসররা এ দেশে স্থিতিশীল সরকার থাকুক তা কখনও চায়নি। সেজন্য মাঝেমধেই চেষ্টা করে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে। এ অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা যখন তারা চালায় তখন আমরা দেখি আগুন দিয়ে জীবন্ত মানুষকে হত্যা করতে। এসব আমাদের মোকাবেলা করতে হয়। আর আওয়ামী লীগ তা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে বলেই জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে বলে মন্তব্য করেন দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা।

জনগণের আস্থা অর্জন করেই বর্তমান সরকার উন্নয়ন করে যাচ্ছে

মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, জনগণ বারবার আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে বলেই আমরা সরকার গঠন করে তাদের সেবা করতে পেরেছি। আর দীর্ঘসময় ক্ষমতায় থাকতে পেরেছি বলেই উন্নয়নগুলো দৃশ্যমান হচ্ছে এবং উন্নয়নগুলো করতে পারছি, যার সুফল দেশের জনগণ ভোগ করছে। তিনি বলেন, সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছি খাদ্য উৎপাদনের ওপর। কারণ আমি জানি, করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বে হয়তো দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে যেন কোনোমতে সেই দুর্ভিক্ষের ছোঁয়া না লাগে। তাই আমরা যতটুকু পারি খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য বিতরণ, দরিদ্র মানুষকে বিনা পয়সায় খাদ্য দেয়া এবং খাদ্য নিশ্চয়তা দেয়ার চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, আমাদের জিডিপি ৮ দশমিক ২ শতাংশের উপরে নেয়ার টার্গেট অর্জন করা সম্ভব হয়নি। আমরা এবার ৫ দশমিক ২৪ শতাংশের মতো অর্জন করতে পেরেছি। আশা করি আগামীতে আমাদের প্রবৃদ্ধি আরও বেশি অর্জন করতে সক্ষম হব। আর সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মুজিববর্ষে জতির পিতার স্বপ্নের ‘ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার সংকল্পের কথা জানিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বলেন, প্রায় ৪০ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল, এই দারিদ্র্যের হার আমরা কমিয়ে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে এনেছি। আমরা আরও কমাতে চাই। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষকে একটা সুন্দর জীবন আমরা উপহার দিতে চাই। আর সেজন্য বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্ব একটি গ্লোবাল ভিলেজ। এ বিশ্বে কেউ একা চলতে পারে না। তাই সবার সহযোগিতা আমাদের কাম্য। পাশাপাশি কাউকে কোনো ধরনের সহযোগিতা করতে হলে আমরা সেটা করতেও প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৪৬ বছর আগে তার সেই ভাষণে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়। সেই ভাষণে জাতির পিতা বলেন, ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়।’ এখনও সেটাই যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল চালিকাশক্তি।

করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে এবার জাতিসংঘ অধিবেশনে সরাসরি যোগ দিতে না পারার দুঃখের কথা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমি ১৬ বার জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছি এবং ১৭তম ভাষণ দিতে আমি যেতে পারছি না। এটা সত্যিই খুব দুঃখের। কারণ সেখানে সব দেশের নেতাদের সঙ্গে দেখা

রাজনৈতিক গ্রুপিংয়ে মিরপুরে ছাত্রলীগ নেতা আটক

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এস কে চঞ্চলসহ তিনজনকে আটক করেছে মিরপুর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে তাদের নিজনিজ বাড়ী থেকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন জেলা ছাত্রলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এস কে চঞ্চল, তার চাচা খোকন মৃধা ও মিরপুর উপজেলা মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা ড্যানী।

তবে এলাকাবাসীর দাবী অল্পদিনেই এস কে চঞ্চলের নেতৃত্বে ছাত্রলীগকে সুসংগঠিত করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জামায়াত ও বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ায় হিংসাপরায়ণ হয়ে তাকে পুলিশ আটক করায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়েছে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এস কে চঞ্চলের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী ও দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য মহড়াসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে । এ ব্যাপারে মিরপুর থানার এসআই পার্থ ঘোষ বাদী হয়ে চঞ্চলসহ তিন জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।
আটককৃতদেরকে শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে, ছাত্রলীগ নেতা চঞ্চলকে আটক করে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলায় আদালতে প্রেরণ করায় এলাকাবাসীসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা চরম ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

তারা বলেন, এস কে চঞ্চল একজন বলিষ্ঠ ছাত্রনেতা ও সমাজ কর্মী। সে আওয়ামী পরিবারের সন্তান। তার বাবা শহিদুল ইসলাম মৃধা বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। বাবার রাজনৈতিক মতাদর্শ দেখে ছোটবেলা থেকেই আওয়ামী প্রেমী হয়ে ওঠে চঞ্চল। তারপর থেকেই ছাত্র

রাজনীতিতে প্রবেশ করে সদ্য বিলুপ্ত কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাষ্য অনুযায়ী, এস কে চঞ্চল ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সরব। এলাকার মানুষের সুখে দু:খে সব সময় পাশে দাঁড়ায় সে। তাকে রাজনৈতিক গ্রুপিং এর কারণে আটক করানো হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই এবং আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করছি।

রেল সংযোগ চালু হলে কৃষকসহ সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে — জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হেসেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী মেহেরপুরে রেল সংযোগ স্থাপনে অধিকতর গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। দর্শনা থেকে মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত রেল সংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে। পরবর্তিতে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা অথবা মিরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে “দর্শনা জংশন থেকে মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন সংযোগের লক্ষে সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ ডিজাইন” বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেহেরপুরের উৎপাদিত কৃষিপণ্য কম খরচে যাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকরা নিয়ে যেতে পারেন সে লক্ষ্যে দ্রুত রেল লাইন প্রকল্পটি একনেকে পাশ হবে। এতে করে মেহেরপুর জেলার জন্য এটি একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

তিনি বলেন,,মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে না ফেলে কম জমি নষ্ট করে কত সহজে রেল সংযোগ করা যায় সে বিবেচনায় ফিজিবিলিটি টেস্ট করে

দুইটা ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা সেটিকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে রেল সংযোগের ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্প পরিচালক ও রাজশাহী রেলওয়ের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আসাদুল হক।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, মেহেরপুরের পলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু প্রমুখ। এছাড়াও জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেও মেহেরপুরের বিভিণ্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হেসেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে দেশ কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা নজির বিহীন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে দূর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে ১৩৫টি দূর্যোগ সহনীয় ঘরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ফরহাদ হোসেন বলেন, সারা বিশে^র মধ্যে দুরদর্শী নেত্রী শেখ

হাসিনা। তিনি যা বলেন তা করে দেখান। দেশের মানুষ যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেজন্য গৃহহীনদের খুঁজে খুঁজে ঘর দেওয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, করোনার ক্রান্তিকালে আমাদের নেত্রী অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে দেশ পরিচালনা করছেন। উনার দুরদর্শী নেতৃত্বে দেশের করোনা পরিস্থিতি এখন অনেকটায় স্বাভাবিক। তবে দ্বিতীয় ওয়েভ যদি আসে সেজন্য আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে মেহেরপুরের পলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার, সুবিধাভোগী জনগণসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা।

‘বিএনপি-জামায়াত সরকার দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে’- হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, অতীতে বিএনপি-জামায়াত সরকার দুর্নীতিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে লালন পালন করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। সেই দুর্নীতির মূল এখন উৎপাটন হচ্ছে। অতএব সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের সমালোচনা করা মানে দুর্নীতিবাজদের পক্ষ নেয়া।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, সারাদেশে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। অথচ বিএনপি নেতারা কোন উন্নয়ন দেখে না। কারণ তারা কখনো দেশের উন্নয়ন করেনি। তাদের সেই ব্যর্থতা ঢাকতে বিএনপি নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে বিষেদাগার করছে।

তিনি আরো বলেন, বিএনপি একটি জনবিচ্ছিন্ন দল। এই দলের কথা বলার কিছু নেই। সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে তারা জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

এ সময় কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনের সাংসদ সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খানসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা মানবতা দেখিয়ে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল-কুষ্টিয়ায় এমপি হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যে মানবতা দেখিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দিয়েছিল তার জন্য বিএনপির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা না করে উল্টো সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি নেতাদের বিষেদাগার, নোংড়া রাজনীতির বহিঃ প্রকাশ।

মঙ্গলবার(২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় যোগ দেয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

“বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছেন” মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া আইনী প্রক্রিয়ায় মুক্ত হয়নি, শেখ হাসিনার মানবিকতার কারণে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। এরপরেও কোন লজ্জায় বিএনপি নেতারা সরকারকে দোষারোপ করে তা বোধগম্য নয়।

এ সময় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলীসহ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পদক বাবুর পক্ষে মাস্ক বিতরণ ও দোয়া কামনা

গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আনারুল ইসলামা বাবু মাস্ক বিতরণ ও পৌরবাসির দোয়া সমর্থন কামনা করেছেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পৌর আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সাথে নিয়ে মাস্ক বিতরণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ সানোয়ার হোসেন বাবলু, পৌর আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি মতিয়ার রহমান, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ইউনুস আলী,সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিস আলী, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকসহ পৌর আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

আনারুল ইসলাম বাবু বলেন, বিগত দিনে পৌর নির্বাচনে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগ গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে।

আসন্ন নির্বাচনে নির্বাচনে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগ যথাযথ দায়িত্ব পালন করবে। সে ক্ষেত্রে নৌকার পক্ষে পৌর আওয়ামীলীগ কাজ করবে। আমি মানুষের দোয়া ও সমর্থন চাইছি । মানুষ যথেষ্ট সাড়া দিয়েছেন।

আগামী নির্বাচনে গাংনী পৌরবাসীর কাছে আমার একটাই চাওয়া আপনার নৌকার পক্ষে থাকবেন। বঙ্গবন্ধার সাথে খাকবেন। জননেত্রী সেখ হাসিনার পক্ষে থাকবেন উন্নয়নের পক্ষে থাকবেন।

৩ জেলা ৯ উপজেলা ও ৬১ ইউনিয়নে নৌকার প্রার্থী যারা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন উপলক্ষে দেশের তিন জেলা, ৯ উপজেলা ও ৬১টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ। সোমবার বিকালে আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ডের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং দলের স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভাশেষে আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়।

তালিকা অনুযায়ী ফরিদপুর জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান পদে মো. শামসুল হক, মাদারীপুর জেলা পরিষদে মুনির চৌধুরী এবং মৌলভীবাজার জেলা পরিষদে মিসবাহুর রহমানকে দলীয় মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে মো. এমদাদুল হক, বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলায় রায়হান উদ্দিন শান্ত, যশোর সদর উপজেলায় নুরজাহান ইসলাম নীরা, খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় মো. আনোয়ার ইকবাল, সুনামগঞ্জ জামালগঞ্জ উপজেলায় মো. ইকবাল আল আজাদ, মাদারীপুরের শিবচর উপজেলা আ. লতিফ মোল্লা, কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় মোহাম্মদ আলী, চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় বিএইচএম কবির আহমেদ এবং চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় স্বজন কুমার তালুকদারকে নৌকার মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

৬১ ইউনিয়ন: ৬১ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঠিক করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ঘারিন্দা ইউনিয়নে তোফায়েল আহমেদ। গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নে মোহাম্মদ অলিউল ইসলাম। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নে মো. নূরুল ইসলাম। নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার আদিয়াবাদ ইউনিয়ন মো. সেলিম। ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নে সুখেন মজুমদার।

ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর উপজেলার বোররচর ইউনিয়নে আব্দুল আজিজ সরকার।

রংপুর সদর উপজেলার হরিদেবপুর ইউনিয়নে মো. একরামুল হক, চন্দনপাট ইউনিয়নে মো. আমিনুর রহমান, সদ্যপুস্কুরিনী ইউনিয়নে মো. মকছেদুর রহমান। রংপুর জেলা তারাগঞ্জ উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নে মো. দেলওয়ার হোসেন, লালমনিরহাট জেলা হাতীবান্ধা উপজেলার গড্ডিমারী ইউনিয়নে মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, পাটিকাপাড়া ইউনিয়নে মো. মজিবুল আলম। দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার সাতনালা ইউনিয়নে মো. আব্দুল হামিদ শাহ। বগুড়া জেলা ধুনট উপজেলার কালেরপাড়া ইউনিয়নে মো. হারেজ উদ্দিন আকন্দ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরঅনুপনগর ইউনিয়নে মো. সেরাজুল ইসলাম, নাচোল উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে মো. খাইরুল ইসলাম।

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নে মো. মাসুদ রানা। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার পোরজানা ইউনিয়নে মো. আনোয়ার হোসেন। পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে মো. বেলাল হোসেন খান, মণ্ডতোষ ইউনিয়নে মো. আফছার আলী।

চুয়াডাঙ্গা জেলা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নে মোহা. শফিকুর রহমান। আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে মো. তরিকুল ইসলাম। সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কেরালকাতা ইউনিয়ন মো. মোরশেদ আলী। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার কোদালিয়া ইউনিয়নে শেখ রফিকুল ইসলাম।

বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার কড়ইবাড়িয়া ইউনিয়নে নূর মোহাম্মদ। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার মহিপুর ইউনিয়নে আ. মালেক আকন্দ। ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ফরাজগঞ্জ ইউনিয়নে মো. ফরহাদ হোসেন (মুরাদ)। বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠী ইউনিয়নে মো. ফয়সাল ওয়াহিদ। উজিরপুর উপজেলার সাতলা ইউনিয়নে মো. খায়রুল বাশার লিটন।

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার জলিরপাড় ইউনিয়নে বিভা মণ্ডল। শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার মহিষার ইউনিয়নে মো. দেলোয়ার হোসেন সরদার।

নান্দাইল উপজেলার শেরপুর ইউনিয়নে মোয়াজ্জেম হোসেন মিল্টন ভূঁইয়া। ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আঠারবাড়ী ইউনিয়নে জুবের আলম কবীর রূপক। ফুলপুর উপজেলার ছনধরা ইউনিয়নে মো. আবুল কালাম আজাদ।

ফুলবাড়িয়া উপজেলা বালিয়ান ইউনিয়নে মো. মফিজউদ্দিন মণ্ডল। নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার ধলামূলগাঁও ইউনিয়নে মো. আব্দুল হালিম খান। সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়নে মাহমুদ আহমদ। ওসমানীনগর উপজেলা সাদিপুর ইউনিয়নে মো. কবির উদ্দিন আহমদ। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভুনবীর ইউনিয়নে মো. আব্দুর রশীদ, মির্জাপুর ইউনিয়নে অপূর্ব চন্দ্র দেব। হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার শাহজাহানপুর ইউনিয়নে বাবুল হোসেন খান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার চুণ্টা ইউনিয়নে শেখ মো. হাবিবুর রহমান। কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার আদ্রা ইউনিয়নে মো. আ. করিম। চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার সাচার ইউনিয়নে মো. মনির হোসেন, গোহট উত্তর ইউনিয়নে মো. কবির হোসেন। মতলব উত্তর উপজেলার জহিরাবাদ ইউনিয়নে সেলিম মিয়া, সুলতানাবাদ ইউনিয়নে হাবিবা ইসলাম সিফাত। শাহরাস্তি উপজেলার মেহের দক্ষিণ ইউনিয়নে মো. রুহুল আমিন। লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নে নুরুল আমিন। রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়নে শাহনাজ আক্তার। রায়পুর উপজেলার কেরোয়া ইউনিয়নে শাহিনুর বেগম রেখা। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার হারামিয়া ইউনিয়নে মো. জসিমউদ্দিন। ফটিকছড়ি উপজেলার নানুপুর ইউনিয়নে মো. শফিউল আজম, সুয়াবিল ইউনিয়নে জয়নাল আবেদীন।

মিরসরাই উপজেলার মিঠানালা ইউনিয়নে এমএ কাশেম।

লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নে এসএম ইউনুচ, লোহাগাড়া ইউনিয়নে মোহাম্মদ নূরুছফা, আধুনগর ইউনিয়নে মুহাম্মদ নূরুল কবির।